রাধা ফিল্মসএর —
স্যার শঙ্কর নাথ

—কর্ম্মীসঙ্ঘ—

চলচ্চিত্রায়ণে—বীরেন দে
শব্দানুলেখনে—নৃপেন পাল এম, এস, সি
রসায়ণে—ধীরেন দে, (কেরি)
সম্পাদনায়—বিনয় ব্যানার্জ্জি
গীতি-রচনায়—সুবোধ পুরকায়স্থ
প্রচার-শিল্পী—সুধীরেন্দ্র সান্যাল
যন্ত্র-সঙ্গীত—ক্যাল্‌কাটা অরকেষ্ট্রা
সুর-সংযোজনায়—অনিল বাগচি
শিল্প-নির্দ্দেশে—শুভ মুখার্জ্জি
তত্ত্বাবধানে—মনোরঞ্জন মুখার্জ্জি
ব্যবস্থাপনায়—সুখেন চক্রবর্ত্তী
রূপ-সজ্জায়—গোষ্ঠ দাস
নৃত্য-শিল্পী—পিটার গোমেশ
স্থির-চিত্রে—গুণিন্ সেন
সাজ-সজ্জায়—বরেন দত্ত ও গোবিন্দ পাল
আলোক-সজ্জায়—সুধীর ও রাধামোহন
গোপাল ও জগন্নাথ

কানাইলাল ঘোষালের
নিবেদন—

রাধা ফিল্মসের

স্যার শঙ্করনাথ

কাহিনী ও পরিচালনা

দেবকীকুমার বসু

*

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স
রিলিজ

সহকারী—

পরিচালনায়—	বিজলী বরণ সেন
	অমিত মৈত্র
	প্রবোধ বসু
	কমল মৈত্র
	বৈদ্যনাথ মজুমদার
	কুমার ঘোষ
	কণকবরণ সেন
সঙ্গীতে—	সুশান্ত লাহিড়ী
চলচ্চিত্রায়ণে—	সুধীর মিত্র
শব্দানুলেখনে—	সুধীর দত্ত
	ইন্দু অধিকারী
শিল্প-নির্দ্দেশে—	অনিল পাইন
	শচীন মুখার্জ্জি
	কবীন্দ্র দাসগুপ্ত
ব্যবস্থাপনায়—	মৃদুল ব্যানার্জ্জি
সম্পাদনায়—	অজিত মুখার্জ্জি
রসায়ণে—	লালমোহন ঘোষ, চণ্ডী শীল ও সুধীরঘোষল

স্যার শঙ্করনাথ (কাহিনী)

স্যার শঙ্করনাথ নার্ভাস রোগে ভুগছেন .....

কলকাতার বড় বড় ডাক্তাররা প্রয়োগ করেন ব্রিটিশ ফারমাকোপিয়ার যাবতীয় ঔষধ ; কিন্তু রোগ সারে না, কারণ স্যারের রোগ মানসিক।

চিকিৎসার ভার পড়ল বর্ম্মা থেকে সদ্য আগত মনঃসমীক্ষণের (Psycho-analyst) ডাক্তার-দম্পতি মিষ্টার ও মিসেস্ রায়ের উপর। ডাক্তার পরিবারের সঙ্গে পিতৃমাতৃহীন একটী মেয়েও এলো—নাম তার তপতী। চিকিৎসার বিনিময়ে ডাক্তার-পরিবার পেল দৈনিক ৪৮৲ টাকা ফী আর স্যার শঙ্করনাথের

ভূমিকায়

স্যার শঙ্করনাথ	—	অহীন্দ্র চৌধুরী
পণ্ডিত	—	তুলসী লাহিড়ী
রবীন	—	জীবেন বসু
ডাঃ রায়	—	ফণী রায়
অজিত রায়	—	অজিত ব্যানার্জ্জি
নায়েব	—	তুলসী চক্রবর্ত্তী
মিসেস্ রায়	—	প্রভা দেবী
তপতী	—	শিপ্রা দেবী
রবীনের মা	—	অপর্ণা দেবী
ব্যাড গার্ল	—	রেণুকা রায়

রবি রায়, নবদ্বীপ, হরিধন, বেচু সিংহ, শৈলেন পাল, ম্যাল্‌কম, বৃন্দাবন চ্যাটার্জ্জি, আশু দত্ত, কেষ্ট দেব, ননী মুখার্জ্জি, কমল ভট্টাচার্য্য, মাষ্টার জগবন্ধু, তপন মিত্র, দুর্গা দাস, সুখেন চক্রবর্ত্তী, বলাই দাস, রাধা, মিস্ সারা, রুবী রায়, মেনকা প্রভৃতি—

শৃঙ্গপ্রাসাদে Free boarding & lodging, কিন্তু তপতী পেল শঙ্করনাথের অপরিসীম স্নেহ এবং ভালবাসা।

তপতীর ব্যর্থপ্রণয়ী বর্ম্মার ধনী ব্যবসায়ী অজিত রায় তপতীর সন্ধানে ক'লকাতা পর্য্যন্ত এসেছে। তপতীকে তার চাই-ই—যেমন করেই হোক।

শঙ্করনাথের বাড়ীতে পিয়ানো সারাতে এসে রেষ্টুরেণ্টের পিয়ানো বাজনদার রবীন, তপতীর মনটাকে দিয়ে যায় ভেঙ্গে। সেই ভাঙ্গা মনটা জোড়বার আশায় তপতীকে রেষ্টুরেণ্ট পর্য্যন্ত ধাওয়া করতে হয় দু'তিনবার। কিন্তু তপতীর হৃদয় বুঝবার মত অবসর রবীনের কোথায়? খেটে খেতে হয় তাকে। তপতীর সন্ধ্যান পেয়ে অজিত রায় শঙ্করনাথের কাছে পাঠায় দূত আর তপতীকে জানায় তার অভিপ্রায় সোজা·········স্পষ্ট করে।······

তপতীর এই আসন্ন বিপদে স্যার শঙ্করনাথের নার্ভাস্‌নেস্‌ বৃদ্ধি পেল। অজিতের হাত থেকে বাঁচতে হলে রবীনের সঙ্গে তপতীর বিয়ে দিতে হবে অবিলম্বে।······এদিকে অজিতের চক্রান্তে রবীন ধরা পরে শঙ্করনাথের টাকা-চুরির অপবাদে। কিন্তু জেলে তাকে থাকতে হয় না······মুক্তি পায় সে।···

রবীনকে মিথ্যা সন্দেহ করার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে স্যার শঙ্করনাথ তপতীকে নিয়ে ছোটেন রবীনের গ্রামে রবীনের কাছে ক্ষমা চাইতে·····গ্রামের বুকে জমিদারের বাঁধের জল নিয়ে চলেছে ভীষণ উত্তেজনা। অনাবৃষ্টিতে গ্রামে উঠেছে হাহাকার অথচ নতুন জমীদার বর্ম্মার অজিত রায়ের হুকুমে হতভাগ্য গ্রামবাসীদের ভাগ্যে জোটেনা একবিন্দু জল। শুধু তাই নয়, অজিত রায় বাঁধের উপর সেপাই মোতায়েন করতেও ভোলেনি, বেপরোয়া গুলি চালাবার হুকুম দিয়ে······

কিন্তু নির্ভীক রবীন একাই এগিয়ে চলে জোর করে বাঁধ থেকে জল বার করে আনতে। শঙ্করনাথ নিষেধ করেন কিন্তু রবীন শোনে না······নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে। নিরুপায় শঙ্করনাথ ছোটেন অজিতের কাছে। হাতের কাছে প্রধান শত্রুকে পেয়ে অজিত পিস্তল শক্ত করে ধরে। সেই মুহূর্ত্তেই স্যার শঙ্করনাথ তাকে বাচান সর্প দংশন থেকে······

শঙ্করনাথের অনুরোধ উপেক্ষা করলেও তপতীকে এড়াতে পারে না রবীন। রবীনের মৃত্যুর পথে সেও সহযাত্রী হয়ে এগিয়ে চলে······।

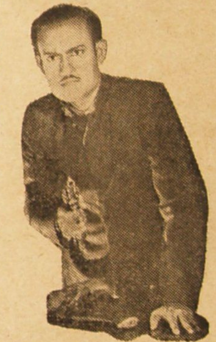

অজিতের সেপাই রবীনকে লক্ষ্য করে বন্দুক তুললো অন্ধকার বন পথে, কিন্তু তপতী রবীনকে বাঁচাতে নিজে দাঁড়াল বন্দুকের সামনে। কিন্তু কার একটা হাত এসে সিপাইয়ের উদ্যত বন্দুক ছিনিয়ে নিল—সে অজিত! ···দূরে গ্রামের পথে মিলিয়ে যায় অজিত রায়ের দামী মটর ও তার মিলিটারী ট্রাক।······

গ্রামের চাষী মজুররা আবার আনন্দে নেচে ওঠে। বাঁধের জল তারা পেয়েছে।······মেয়েরা ছুটে আসে বরণ ডালা সাজিয়ে রবীনের মায়ের কাছে। বলে "মা! আমরা জল পেয়েছি, তুমি ধরতি দেবতার পূজা কর এই বরণ ডালা দিয়ে।" মা সেই বরণ ডালা তুলে দেন তপতীর হাতে······

স্যার শঙ্করনাথের নার্ভাস্‌নেস্‌ সেরে গেছে·····, কিন্তু ডাক্তার রায় দম্পতির কৃতিত্বে নয়। তবে······

(গান)

(১)

আজি তোমার দারুণ দারু
পিয়াও আপন হাতে গো
আগুন ঝরা মরুর জ্বালা
নামুক মধু রাতে গো
রাঙ্গা সে যে মধু বিষে
সইতে তুমি পারবে কি সে
দীপশিখা তার জ্বালায় জ্বলে
আলোর নেশায় মাতে গো .

উড়বে আমার মনের চাতক
পুড়বে পাখা ভাবনা কি
বজ্র মেঘের ঐ পিয়ালার
একটু দারু দাও সাকী
পিয়োবঁধু পিয়ো তবে
ব্যথা ভরা এ গরবে
নেশাএরগোলাপ ত জাগে
কাঁটা রয় জ্বালাতে গো ।

(২)

বেদরদী সাকী গো
মোর ভুরু ধনুর টানে
দুখের আঁধার পালিয়ে যে যায়
চাইলে না হায় আমার পানে ।
আমার বেণীর সুবাস ঝরে
আঙুর জাগে থরে থরে
রাঙ্গিয়ে তুলি নার্গিস গো
আমার খুসীর গজল গানে ।
কাছে থেকেও রও যে দূরে
সেই ব্যথা মোর কাঁদে সুরে
তোমার রাঙ্গা অধর পরশ
রঙ্গীন সরাব দোলায় প্রাণে ।
তোমার ব্যথায় হিমেল আকাশ
আমায় আড়াল করে আছে
এস আমার তরুণ আঁখির
অরুণ আলোয় এস, কাছে,
পেয়ালা ভরি পিয়াও বঁধু
ফাগুন ধরে যত মধু—
বুলবুল মোর বাঁধুক বাসা
তোমার বুকের গুলিস্তানে ।

আগামী চিত্রাবলী

রাধা ফিল্মসের নিবেদন
?
পরিচালনা : অপূর্ব মিত্র
চিত্রনাট্য : দেবকী বসু

ভারতী ছায়া মন্দিরের চিত্র
ভ্যারাইটি ষ্টোর্স
পরিচালনা :
বিনয় ব্যানার্জ্জি

চিত্ররূপা লিমিটেডের
য়্যারিষ্টোক্রেসী
চিত্রনাট্য : দেবকী বসু
কাহিনী : নিত্যহরি ভট্টাচার্য্য
পরিচালনা : বিজলীবরণ সেন

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্সের নিবেদন
রাঙামাটি
পরিচালনা : প্রণব রায়
সঙ্গীত : কমল দাশগুপ্ত
চিত্রশিল্পী : অজয় কর

মুভি টেকনিক সোসাইটীর
বুড়ি বালামের তীরে
কাহিনী : মন্মথ রায়
পরিচালনা : রতন চট্টোপাধ্যায়

• এ. ডি. রিলিজ •

ভ্যানগার্ড প্রোডাকসনের নিবেদন

★

পরবর্ত্তী আকর্ষণ !

ও

মিনার

বিজলী

ছবিঘরে

★

শ্রীসুশীলকুমার সিংহ কর্ত্তৃক এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্সে'র তরফ হইতে সম্পাদিত ও ৩২এ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিতা রাইজিং আর্ট কটেজ ১০৩নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে কমল দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।